কলকাতা হাইকোর্ট

দেওয়ানী পুনর্বিবেচনা বিচার ক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

সম্মানীয় ন্যায়বিচার অজয় কুমার মুখার্জি

এস. এ. ৫৩০ of ১৯৬০

মুকেশ শেখ, মৃত্যুর পর থেকে, তাঁর উত্তরাধিকারী এবং আইনি প্রতিনিধি নওয়াজ শেখ ও অন্যান্য

বনাম

কালু মন্ডল ও অন্যান্য.

আপিলকারীদের জন্য	শ্রী অমল কৃষ্ণ সাহা
	শ্রী দেবনাথ মাহাতা
উত্তরদাতাদের জন্য	শ্রী অনিমেষ মুখার্জি
	মোহাম্মদ আলী হাসান
শুনেছেন	০১.০৮.২০২৩
রায়	**০৩.১০.২০২৩**

বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি

১। ১৯৫৫ সালের ৪১ নম্বর মালিকানা মামলা থেকে উদ্‌ভূত ১৯৫৭ সালের ১৩১ নম্বর শিরোনাম মামলায় প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রিটির বিরুদ্ধে ১৯৬০ সালে এই আদালতে এই দ্বিতীয় আপিল দায়ের করা হয়। ১৯৫৫ সালের ৪১ নম্বর শিরোনাম মামলায় বাদী মামলা ট্যাঙ্ক এবং এর ব্যাঙ্ক সম্পত্তিতে তার ৪ আন্নার অংশ ঘোষণা করার জন্য এবং বাদীর ৪ আন্নার অংশের পরিমাণ মাছ বিক্রির মূল্য পুনরুদ্ধারের জন্য আবেদন করেছিলেন।

২. সংক্ষেপে বাদী মামলাটি হল যে, ১৮,১৯,২০ নম্বর অভিযুক্তের স্বার্থে নেহল সেখ-এর পূর্বসূরি সি. এস-এর অধীনে সি. এস প্লট নম্বর ১১৪৪-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্যুট ট্যাঙ্কে ৮ আনা শেয়ার রেখেছিলেন মাধাইপুর মৌজার ৯৮ নং খাতিয়ান এবং প্রয়াত খোসবার সেখের

উক্ত পুকুরে অবশিষ্ট ৮ আনা অংশ ছিল এবং তারা সেই জোটের জমি ও ট্যাঙ্ক সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী তাদের নাম সি. এস. রেকর্ড অফ রাইটস-এ নথিভুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত নেহাল এস. কে-এর মৃত্যুর পরে, ১৮,১৯,২০ নম্বর অভিযুক্ত আসামী তার স্বার্থ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এবং খোসবার এস. কে বাদী এবং বিবাদী নং ১ এবং ২ কে বিতর্কিত ট্যাঙ্ক ও জোটে বাকি ৮ আনা অংশের আইনি উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে মারা গেছে। বাদী মামলা অনুসারে বাদী নং ১ থেকে ৫ খোসবারের আট আনা অংশ থেকে চারটি আনা অংশ পেয়েছিল। বাদীদের আরও মামলা হল যে ২২শে ১৩৬১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে 'জয়স্তা ১৩৬১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে' বাদীরা জানতে পেরেছিল যে বিবাদী নং ১ এবং ২-কে তার আইনি উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে গেছে ১ থেকে ১৭ জন স্যুট ট্যাঙ্ক থেকে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরেছিল কিন্তু তারা বাদীকে ২৪০ টাকা মূল্যের ৪ আনা শেয়ার দেয়নি এবং তাই বাদী তার ৪ আনা শেয়ারের পাশাপাশি মাছ বিক্রির মূল্য ঘোষণার জন্য আবেদন করেছিলেন। প্রথমে বাদীরা তাদের শেয়ারে মাছের দাম পুনরুদ্ধারের জন্য স্মল কজ কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে অভিযোগটি ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং বাদীরা স্যুট ট্যাঙ্ক থেকে ধরা মাছের দামের দাবি ছাড়াও স্যুট ট্যাঙ্কে ৪ আনা শেয়ারের বিষয়ে তাদের অধিকারের সুদ নিশ্চিত করার জন্য উপরোক্ত মামলা দায়ের করেছিলেন।

৩. বিবাদী নং ৩,৬ থেকে ৯ এবং ১২ টিএলএস একটি সমন্বিত প্রতিরক্ষা পূরণ করে মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং তারা মামলা সম্পত্তিতে অন্তর্বর্তী বাদীদের মালিকানা অস্বীকার করে। প্রতিরক্ষা যুক্তি হল যে ধানের জমি এবং বাদী পক্ষের তফসিলে উল্লিখিত জোটের বিতর্কিত ট্যাঙ্কটি মূলত ইমামি এসকে এবং নেহাল এসকে-র ছিল এবং সেই জোটের ভাড়া বকেয়া পড়ে যাওয়ায়, জমিদার গোপাল চন্দ্র রায় এবং বিভূতি ভূষণ রায় ১৯৩১ সালের ১ম আদালত মুন্সিফ, রামপুরহাটের নং আরএস ২২২ হিসাবে ভাড়া মামলা দায়ের করেন নেহাল সেখের বিরুদ্ধে এবং সেই মামলায় একটি ডিক্রি পেয়েছিলেন। ডিক্রিটি কার্যকরী করতে দেওয়া হয়েছিল,

১৯৩৩ সালের ৩৬৬ নং ভাড়া নিষ্পত্তির মামলায় এবং সেই ক্ষেত্রে সি. এস. খাতিয়ান নম্বর ৯৮-এর অধীনে ভোট, বিতর্কিত ট্যাঙ্ক সহ নিলামে বিক্রি করা হয় এবং বাড়িওয়ালারা নিলামে বিক্রি করে তা কিনে নেন। নিলামের পরে ক্রেতারা প্রথমবার ১৩৪১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আশার মাসে খাসের জমি এবং মামলা-মোকদ্দমার ট্যাঙ্কের দখল নিয়ে নেন। এরপরে বাদী ও বিবাদীরা বিতর্কিত ট্যাঙ্ক এবং জোটের অন্যান্য জমির মালিক হননি। তারপর ১৮ থেকে ২০ নম্বর প্রতিবাদীরা বিতর্কিত ট্যাঙ্ক এবং জোটের অন্যান্য জমির মালিক হননি ২ ৩০ আশার ১৩৪১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তাঁর স্ত্রী আজিমুন্নেশা বিবির নামে বার্ষিক জামায় বিতর্কিত জোটের ৬৩ একর ধান জমির নিষ্পত্তি করেন। বিবাদী নং ১-ও একই তারিখে বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে বিতর্কিত জোটের ৪৩ একর ধান জমির নিষ্পত্তি করেন। বিবাদীটির আরও মামলা হল যে ১৮ থেকে ২০ নম্বর অভিযুক্তের বাবা নেহাল এস. কে. ১৩৪১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ১২৬ আশার-এ বিতর্কিত জোটের ৩৭ একর জমির নিষ্পত্তি করেছিলেন এবং তারপরে ১৮ নম্বর বাদী আল্লারখা নিজেই ১৩৪১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আশার মাসে উক্ত জোটের ২০ একর জমি নিয়েছিলেন জমিদারদের কাছ থেকে এবং তারপর থেকে তারা ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে জমিদার/নিলাম ক্রেতাদের ভাড়া দিয়ে বিতর্কিত জোটের ধানের জমি দখল করে। নিলামের ক্রেতারা অবশ্য ব্যাঙ্কগুলির সাথে খাসে বিতর্কিত ট্যাঙ্কটি ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৩৪৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বিবাদী নং ৩ তাঁর স্ত্রীর নামে বিতর্কিত ট্যাঙ্কের পূর্ব তীরের ১ বিঘা ৯ কোটার নিষ্পত্তি করেছিলেন। ১৩৫৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এস এস নুরবক্ষ এস কে এবং অন্যান্যরা বিতর্কিত ট্যাঙ্কের জলের অংশের ৮ আনা অংশ এবং দক্ষিণ তীরের কিছু অংশ নিষ্পত্তি করেছিলেন পরিমাপ ২ বিঘা ১৫ কোটাহ। তারপর ১৩৫৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, বিবাদী নং ৩,

৬ থেকে ৯ এবং ১২ থেকে ১৫ পশ্চিম তীরের মামলা পুকুরের অবশিষ্ট ৮ আনা অংশ এবং ১ কোট্টা জমির নিষ্পত্তি করে এবং তারপর থেকে তারা বিতর্কিত ট্যাঙ্ক এবং তার তীর দখল করে রেখেছে যাতে বাদী এবং অন্যান্য আসামীরা ট্যাঙ্কের মাছ ধরে এবং পুকুরের তীরে চাষাবাদ করে। বিবাদী আরও অস্বীকার করেছেন যে তারা ট্যাঙ্ক থেকে অভিযোগ অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরেছে। বাদী নং ১ ১৯৩৩ সালের ভাড়া কার্যকরী মামলা নং ৩৬৬-এ নিলামের বিক্রির পরে তার স্ত্রীর নামে ৫৪ একর জমি নিলামের ক্রেতা/জমিদারদের কাছ থেকে নিষ্পত্তিও নিয়েছিল। বিবাদীরা আরও যুক্তি দেখান যে মামলাটি সীমাবদ্ধতার এবং প্রয়োজনীয় পক্ষগুলির অ-জয়দারের জন্যও নিষিদ্ধ।

৪। মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট বেশ কয়েকটি বিষয় তৈরি করেছে যার মধ্যে রয়েছে মামলা সম্পত্তিতে বাদীদের কোনও অধিকার রয়েছে কিনা এবং মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ কিনা। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শুনানির পরে ট্রায়াল কোর্ট ২৬.০৬.১৯৫৭-এ মামলাটি আংশিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী আসামী নং ৩,৬ থেকে ৯ এবং ১২ থেকে ১৫-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এবং বাকিদের বিরুদ্ধে মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে রায় দেয়। বিতর্কিত পুকুর এবং এর পাড়ে বাদীদের ৪ আনা অংশের মালিকানা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তাদের দখলও নিশ্চিত করা হয়েছিল রায় এবং ডিক্রি দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে, প্রতিবাদী/আপিলকারীরা বীরভূমের বিদ্বান জেলা বিচারকের কাছে প্রথম আপিল পেশ করেন এবং বিদ্বান জেলা বিচারক, বীরভূমের বিতর্কিত রায় এবং ৩০.০১.১৯৫৯ তারিখের ডিক্রি দ্বারা আপিলের অনুমতি দেন এবং ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক গৃহীত রায়কে বাতিল করে দেন।

৫। চলাকালীন পক্ষগুলির দ্বারা উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি অনুসরণ করুন আপিলের শুনানির উত্তর বর্তমান প্রেক্ষাপটে দিতে হবে।

(i) নীচের আদালত কি এই পর্যবেক্ষণে ভুল করেছে যে ১৯৩৩ সালের ৩৬৬ নং মৃত্যুদণ্ড মামলা থেকে উদ্‌ভূত বিক্রয় বিক্রয় নয় এবং অর্থ বিক্রয় নয় যখন বাদী নির্দিষ্ট মামলাটি হল যে উক্ত মামলায় খোসবার এস. কে.-কে পক্ষভুক্ত করা হয়নি।

(ii) নিম্নোক্ত আদালত এই পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না যে, মামলা সম্পত্তির মধ্যে খোসবারের অধিকারের সুদ যদি থাকে তা উপরোক্ত বিক্রির মাধ্যমে নিঃশেষ হয়ে গেছে, যখন বাদীদের নির্দিষ্ট মামলাটি হল যে তারা মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানে খেলাপি হয়নি এবং তাদের উক্ত ভাড়া মামলার কার্যধারায় পক্ষভুক্ত করা হয়নি।

(iii) নিচের আদালত কি অশর ১৩৪১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে বাদী বা তাদের পূর্বসূরি খোসবারের বিতর্কিত ট্যাঙ্কের জোটের জমিতে কোনও দখল নেই বলে পর্যবেক্ষণ করে ন্যায়সঙ্গত ছিল, যখন বাদীরা বিশেষভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা সারাক্ষণ ভাড়া ও কর প্রদান করেছে এবং দখলের সমর্থনে নথিগুলি তাদের ভাইদের হেফাজতে রয়েছে, যেমন বিবাদী নং ১ এবং ২।

(iv) বাদীদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মামলাটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ বলে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে নীচের আদালত ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা তা হল অন্যান্য সহ-অংশীদারদের মাধ্যমে তাদের দখলে থাকা সম্পত্তির সহ-অংশীদার হওয়া এবং এই মামলা হিসাবে এর অধীনে নিষিদ্ধ হিসাবে ঘোষণা করা যাবে না সীমাবদ্ধতার আইন।

(v)

<u>সিদ্ধান্ত</u>

৬. স্বীকৃতভাবে সি. এস. রেকর্ড অফ রাইটস হল প্রাচীনতম নথি এই ক্ষেত্রে উপলব্ধ যা এর সাথে সম্পর্কিত প্রদর্শ ১ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে

মামলা জমিটি সি. এস. খাতিয়ান নং ৯৮, যা মাধাইপুর মৌজায় ৯.০৮ একর জমি নিয়ে গঠিত, যা নেহাল এস. কে.-এর নামে এবং খোসবার এস. কে.-এর নামেও (মূল ভাড়াটিয়া ইমানি এস. কে.-এর কাছ থেকে ক্রেতা হিসাবে) সমান ভাগে নথিভুক্ত একটি দখল ছিল। আবেদনকারী/বাদী দ্বারা কঠোরভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে ১৯৩৩ সালের ভাড়া মামলা নং ৩৬৬-এ ভাড়া মামলা নং ১ থেকে উদ্ভূত। খোসবারকে পক্ষভুক্ত করা হয়নি এবং এইভাবে উক্ত ভাড়া মামলায় পাস করা আদেশ খোসবারের উপর বাধ্যতামূলক নয়, যিনি কমপক্ষে মৃত্যুদণ্ডের মামলা পর্যন্ত স্বীকৃতভাবে দখলে ছিলেন যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদীরা আবেদন করেছিলেন যে ভাড়া কার্যকরী মামলার আগে ইমানি মারা গিয়েছিলেন এবং নেহাল ইমানির একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসাবে উত্তরাধিকারসূত্রে ১৬ আনা অংশ পেয়েছিলেন, তবে বিবাদী সাক্ষী ডি ডাব্লু-২ যিনি ইওমোস্তা (বাড়িওয়ালার কর্মকর্তা) হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন স্বীকার করেছেন যে নেহাল এবং খোসবার ভাড়া কার্যকর করার মামলা পর্যন্ত দখলে ছিলেন। প্রতিবাদী মামলাটি সি. এস রেকর্ডের এন্ট্রি অনুসারে, যদিও এটি অনুমান করা হয় যে খোসবার ইমানির দখলের অধিকার কিনেছিলেন, তারপরেও সেই সময়ে প্রচলিত আইন অনুসারে জমিদাররা দখলদারিত্বের ক্রেতাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য ছিলেন না অন্যদিকে বাদীদের যুক্তি হল সি. এস. রেকর্ড অফ রাইটস-এ প্রবেশ নিজেই দেখায় যে ঊর্ধ্বতন বাড়িওয়ালারা রেকর্ড অফ রাইটস-এ প্রবেশকে চ্যালেঞ্জ না করে এই ধরনের বিক্রয়কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং ভাড়া মামলাটি সি. এস রেকর্ড প্রস্তুতির অনেক পরে দায়ের করা হয়েছিল এবং খোসবারকে পক্ষ না করে ভাড়া মামলায় এই ধরনের ডিক্রি পাস করা খোসবার বা তার এস. ইউ. সি. ই. এস. এস. ও. এফ-এর উপর বাধ্যতামূলক নয়।

৭. বাদীদের মতে, বাড়িওয়ালারা, এমনকি সম্পত্তি কেনা হলেও উক্ত কার্যকরী মামলা থেকে প্রদর্শ এইচ হিসাবে চিহ্নিত বিক্রয় শংসাপত্র পেয়েছে

, তারা নেহালের মাত্র ৮ আনা শেয়ার কিনেছিল এবং খোসবারের শেয়ার নয়।

৮. এই প্রসঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উঠে আসে তা হল, পূর্বোক্ত এক্সিকিউশন মামলায় করা বিক্রয় ভাড়া বিক্রয় বা অর্থ বিক্রয় ছিল কি না। বাদী কোথাও অভিযোগ বা প্রমাণের মধ্যে আবেদন করেননি যে এটি একটি অর্থ বিক্রয় ছিল। অন্যদিকে, সি এস খাতিয়ান নং ৯৮-এর জমির ভাড়া প্রদান দেখানো প্রদর্শনী-"গ" সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত ভাড়া রসিদ এবং "ক" সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত কিছু পাল্টা ফয়েল প্রদর্শনী, কিছু খারচা চিহ্নিত প্রদর্শনী "ই" সিরিজ এবং নেহাল এস কে দ্বারা সম্পাদিত একটি নিবন্ধিত কোবালার মতো লেনদেন বেরশ এস কে-এর পক্ষে ছিল এটি দেখায় যে লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, বিতর্কিত জোটের মধ্যে থাকা সম্পত্তিটি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভাড়া নিষ্পত্তির বিক্রির পরে নতুন করে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। বিচার আদালত বিশ্বাস করেনি যে চিহ্নিত নথিগুলি বিবাদীদের সাক্ষীদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি এই ভিত্তিতে যে তারা অস্থির এবং দ্বন্দ্বে পূর্ণ কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করলে মনে হয় যে, বিচার আদালত প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের মধ্যে কিছু ছোটখাটো দ্বন্দ্বকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছিল, যারা মূলত গ্রামীণ গ্রামীণ মানুষ, কিন্তু তারপরেও এই ধরনের অসঙ্গতিগুলি প্রতিরক্ষা মামলাটিকে নাড়া দিতে পারেনি কারণ উপরে চিহ্নিত নথিগুলি বিবাদীদের পক্ষে উপস্থাপিত হয়েছিল এবং বিপরীতভাবে বাদী সিএস রেকর্ডে রেকর্ডিংয়ের পাশাপাশি, যা ১৯২৮ সালের আগে প্রস্তুত করা হয়েছিল, এটি দেখানোর জন্য কোনও নথি নেই যে ভাড়া মৃত্যুদণ্ডের মামলার পরে, বাদীরা কখনও মামলা সম্পত্তি অর্জন করেছিল বা কাউকে ভাড়া দিয়েছিল। বাদী যে অজুহাত তুলে ধরেছিল যে এই ধরনের নথিগুলি তাদের ভাই/বিবাদীদের হেফাজতে রয়েছে খুব বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা দেয় না বা এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে না

যে তিনি এই ধরনের নথিগুলিকে আসল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারতেন। উপরন্তু পরবর্তী আরএসএন্ডএলআর রেকর্ডিং বাদীদের দখল সম্পর্কেও কথা বলে না। বিতর্কিত জোটের সাথে সম্পর্কিত ধানক্ষেত এবং স্যুট ট্যাঙ্কের বিষয়ে ট্রায়াল কোর্ট কেন নেহালের নতুন নিষ্পত্তি বিশ্বাস করেনি তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

৯. প্রকৃতপক্ষে বিচার আদালতের এই সিদ্ধান্তের কোনও ভিত্তি নেই যে, জমি মালিক/নিলাম ক্রেতাদের কাছ থেকে নতুন নিষ্পত্তির আওতায় বিতর্কিত জোটের ধান ক্ষেতের ৬ কোটাহ জমির মালিক কুদ্রত স্ক, কারণ তিনি শুধুমাত্র একটি ভাড়া রসিদ দাখিল করেছিলেন। বিচার আদালত অযথা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে কুদ্রত স্ক প্রতিদ্বন্দ্বী আসামীদের দ্বারা ভাড়াটে হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে।

১০. বিজ্ঞ বিচার আদালত দৃঢ়ভাবে মতামত দিয়েছে যে নেহালের মামলার ট্যাঙ্ক থাকলেও, তার ৮ আনা অংশ ছিল কারণ নিলামের ক্রেতারা মামলার ট্যাঙ্ক সহ নিলামে কেনা সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। বাদীপক্ষ একটিও কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে যে ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে বিক্রির পর থেকে খোসবার বা বাদী বা নেহালের উত্তরাধিকারীরা কখনও মামলার জামার জন্য ভাড়া পরিশোধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মামলার সম্পত্তিতে সেটলারদের একচেটিয়া মালিকানার সমর্থনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আসামীপক্ষ কিছু সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন যার মধ্যে কিছু অফিসারও রয়েছে যারা সেটলারদের একচেটিয়া মালিকানার সমর্থনে নথি প্রদর্শন করেছিলেন এবং বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই যে জমিদার বা তাদের কর্মকর্তারা বাদীদের দখলের মামলাটি অস্বীকার করার জন্য বিবাদীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন, কারণ বাদীর এবং এই ধরনের কর্মকর্তা/সাক্ষীদের মধ্যে কোনও শত্রুতা ছিল না। এমনকি যদি এটি পি ডবলু ১ দ্বারা বর্ণিত বাদীর ক্ষেত্রে হয় যে ভাড়ার রসিদগুলি তার ভাইদের অর্থাৎ বিবাদী নং-এর হেফাজতে রয়েছে। ১ এবং ২ হলে বাদীদের উচিত ছিল তার দখলের সমর্থনে এই ধরনের ভাড়ার রসিদ ডেকে আনা এবং উপস্থাপন করা।

মামলাগুলির ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, এটি বিশ্বাসযোগ্য নয় যে বাদীদের বিবাদী নং ১-২ এর সাথে কোনও শত্রুতা রয়েছে, এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিবাদী নং ১-২ তাদের নিজ নিজ স্ত্রীর নামে জামার কিছু জমির নিষ্পত্তি করেছে এবং বাদী নং ১ তার প্রমাণ স্বীকার করেছে যে এই মহিলারা জমির একটি অংশের অধিকারী এবং বিবাদী নং ১-২ জমিতে তাদের স্ত্রীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বাদীদের বিরুদ্ধে মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি।

১১। তদনুসারে, নীচের আদালত যথাযথভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, যদিও উপরোক্ত বিক্রির পরে দখল সরবরাহ নথিগত প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদীরা তখন দখলে থাকা নেহাল ও খোসবারকে উৎখাত করে জামার জমি দখল করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তারপর থেকে খোসবার বা তার সুদ উত্তরাধিকারীর বিতর্কিত ট্যাঙ্কে কোনও দখল ছিল না। যেহেতু বাদী আবেদন করতে এবং প্রমাণ করতে চায় যে এই ধরনের বিক্রয় একটি অর্থ বিক্রয় ছিল তাই এটি প্রমাণ করার জন্য বাদীদের উপর ভারী বোঝা রয়েছে, যা বাদীরা খালাস করেননি এই উপসংহারে আসা যুক্তিসঙ্গত নয়, যেহেতু দখলের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা সাক্ষীদের প্রমাণের মধ্যে কিছু ছোটখাটো দ্বন্দ্ব রয়েছে, তাই বিপরীতভাবে বাদী মামলা সম্পত্তির দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা সুনিশ্চিত যে মামলায় সফল হওয়ার জন্য, বাদীকে কমপক্ষে ভাড়া কার্যকরকরণ বিক্রয়ের পরে তার নিজের দখলের মামলাটি তার নিজস্ব শক্তিতে প্রমাণ করতে হবে, প্রতিরক্ষা প্রমাণের কোনও দুর্বলতার ভিত্তিতে নয়।

বিচারিক আদালত শুধুমাত্র কিছু ছোটখাটো দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে দখলের ক্ষেত্রে বিবাদীর সাক্ষীদের অবিশ্বাস করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে।

১২। বাদী ডি. ডব্লিউ-২, ডি. এন. চক্রবর্তীর প্রমাণের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে খোসবার এবং নেহালের কাছে স্যুট ট্যাঙ্ক ছিল, কিন্তু ট্রায়াল কোর্টের রায় থেকে এটি প্রতিফলিত হয় যে ডি. ডব্লিউ-২ স্বীকার করেছে যে তিনি বিতর্কিত ট্যাঙ্কের জায়গায় যাননি এবং বিতর্কিত ট্যাঙ্কের প্রকৃত দখল সম্পর্কে তিনি বলতে পারবেন না বিচারিক আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, ডিডাব্লু-২-এ বলা হয়েছে যে, বিতর্কিত জোটের জমি সম্পর্কিত বিভিন্ন ইজারা গ্রহীতার কাছ থেকে ভাড়া আদায়ের বিবৃতি রয়েছে এবং তিনি সেই অ্যাকাউন্টগুলিতে জমির মালিকদের খাস জমি এবং বার্ষিক অ্যাকাউন্টের সময় বাড়িওয়ালাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত লিখিত কর্তৃত্বের তালিকা তৈরি করেছেন। ট্রায়াল কোর্ট বলেছে যে ডিডাব্লু-২ এবং ডিডাব্লু-৩-এর বিবৃতি থেকে উপস্থিত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি সুরক্ষিত করা হয়নি। যেহেতু এই জাতীয় নথি দাখিল করা হয়নি তাই ট্রায়াল কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই জাতীয় নথির কোনও অস্তিত্ব নেই পুনরাবৃত্তির মূল্যে, এটি বলা যেতে পারে যে বাদীকে তার নিজের মামলার শক্তি প্রদর্শন করে সফল হতে হবে এবং প্রতিরক্ষা প্রমাণের দুর্বলতার উপর নয়। তারপরেও স্বীকারযোগ্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী আসামী এবং তাদের সাক্ষীরা তাদের খাস দখল প্রমাণ করার জন্য কিছু নথি উপস্থাপন করেছিল এবং নীচের আদালত কেন বলেছিল যে এই জাতীয় নথিগুলি মামলার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল এবং সাক্ষী ডিডাব্লু-২, ডিডাব্লু-৩ এবং ডিডাব্লু-৮ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আসামীরা হাত মিলিয়েছে। এই ধরনের পর্যবেক্ষণ কোনও ভিত্তি ছাড়াই এবং এটিও বোধগম্য নয় কেন বিচার আদালত তাদের আগ্রহী সাক্ষী হিসাবে ডেকেছিল এবং বাড়িওয়ালা/নিলাম ক্রেতাদের বেতনভুক্ত ব্যক্তিরা। এটাও উল্লেখ করা উচিত যে খোসবার বা তার উত্তরাধিকারীরা কখনও ভাড়া বিক্রির বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করেননি।

১৩। এর বিপরীতে প্রদর্শ-জি কিছুটা হলেও দাবিদার শ্রী ভোলা প্রসন্ন মুখার্জির ডায়েরিতে দখলের সমর্থনে প্রদর্শনী জি হিসাবে চিহ্নিত করে জমি মালিকদের দ্বারা নিলাম ক্রয়ের পরে বিতর্কিত জোটের জমি দখল নেওয়ার সমর্থনে একটি নথি এবং বাদী কোনও পাল্টা প্রমাণ এনে এই ধরনের প্রমাণ ভেঙে দেননি যদিও বাদী প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন যে বিতর্কিত ট্যাঙ্ক এবং এর ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে বাদীরা সহ-অংশীদার এবং যদি অন্য কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তি খোসবারের উত্তরাধিকারী হিসাবে বা বাড়িওয়ালা/নিলাম ক্রেতাদের মাধ্যমে বিতর্কিত ট্যাঙ্ক এবং এর ব্যাঙ্কের মালিক হন তবে তাদের দখল সহ-অংশীদারদের দ্বারা দখল হিসাবে বিবেচিত হবে এবং সেই দখল কখনই সহ-অংশীদার বাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল হতে পারে না, এই ধরনের দখলের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন।

১৪। আমি এই ধরনের বিতর্কে কোনও যুক্তি খুঁজে পাই না যে বাদী আবেদন করতে এবং প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল যে এই ধরনের বিক্রয় একটি অর্থ বিক্রয় ছিল। তদনুসারে, উল্লিখিত বিক্রয়টি নীচের আদালত কর্তৃক যথাযথভাবে ধার্য করা একটি ভাড়া বিক্রয় বলে মনে হয়, ভাড়া বিক্রির ফলে যদি সম্পত্তিতে খোসবারের কোনও সুদ শেষ হয়ে যায় এবং ভাড়া বিক্রির পরে খোসবারের কোনও অংশীদারিত্বের অধিকার থাকতে পারে না। নীচের আদালত যথাযথভাবে বিবাদীদের এই যুক্তির উপর নির্ভর করেছিল যে ভাড়া মামলায় খোসবারকে পক্ষভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তিনি ১৯২৮ সালের বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্টের সংশোধনীর আগে ইমানির অংশ কিনেছিলেন। বাদীরা খোসবারের ক্রয় প্রমাণ করেননি। স্বীকারযোগ্যভাবে বিতর্কিত জোট দখলের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত সেই সময় হোল্ডিং হস্তান্তরযোগ্য ছিল না। যেহেতু ইমানির নাম প্রদর্শিত হচ্ছে

সিএস রেকর্ড অফ রাইটস-এ, তাই বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে উচ্চতর বাড়িওয়ালারা খোসবারের পক্ষে এই ধরনের বিক্রয়কে স্বীকৃতি দেননি। যদি তারা এই ধরনের বিক্রয়কে স্বীকৃতি দিতেন, তবে কেবল খোসবারের নাম সিএস রেকর্ড অফ রাইটস চিহ্নিত প্রদর্শ-১-এ উপস্থিত হত। এটি এই সত্য থেকেও স্পষ্ট যে খোসবার বা তাঁর উত্তরসূরীরা কোনও ভাড়া রসিদ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যা দেখায় যে উচ্চতর বাড়িওয়ালারা কখনও তাদের কাছ থেকে কোনও ভাড়া গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের ক্রেতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কেবলমাত্র খোসবারকে ভাড়া মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করা হয়নি বলে এই ভিত্তিতে ধরে নেওয়া যায় না যে বিক্রয়টি একটি অর্থ বিক্রয় ছিল এবং ভাড়া বিক্রয় ছিল না তদনুসারে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে ভাড়া মামলার আগে, নেহাল এই অবিসংবাদিত সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিরঙ্কুশ মালিক হয়েছিলেন যে, নেহাল তাঁর একমাত্র বৈধ উত্তরাধিকারী হিসাবে নেহালকে রেখে ভাড়া মামলার আগে মারা গিয়েছিলেন। যেহেতু নেহাল একা ভাড়াটিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তাই বিশ্বাস করার কারণও রয়েছে যে সেই কারণে কেবল নেহালের বিরুদ্ধে ভাড়া মামলা দায়ের করা হয়েছিল। খোসবারের কোনও দখল ছিল না এই বিষয়টি আরও জোরদার হয় যে কোবালার দ্বারা চিহ্নিত প্রদর্শনী-ডি নেহাল সিএস প্লট নং ১০৬৩-এর একটি অংশ বিক্রি করেছিলেন যা ১৯৪৩ সালে অন্য ব্যক্তির কাছে জোমার বিরোধের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে এই প্লটের জন্য জোমা একা নেহালের নামে দাঁড়িয়ে ছিল এটি প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদীদের মামলাটিকেও সমর্থন করে যে ভাড়া বিক্রির পরে নেহাল জমিদারদের কাছ থেকে জমির নিষ্পত্তি নিয়েছিলেন যা প্রদর্শ এ-১ থেকেও স্পষ্ট। প্রদর্শ-এ-১ তারিখ ১২ আশার ১৩৪১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ এবং সেই অনুযায়ী এটি বলা যেতে পারে যে বাদী বা তাদের পূর্বসূরি খোশাবরের বিতর্কিত জোটের জমিতে কোনও দখল ছিল না বা অন্তত আশার ১৩৪১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে বিতর্কিত ট্যাঙ্ক সহ কোনও দখল ছিল না, ১৯৩৪ সালের এবং খোসবারের অধিকার যদি থাকে তবে তা শেষ হয়ে গেছে তারপর থেকে ।

১৫.	আসার ১৩৪১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে বাদী বা তাদের পূর্বসূরি খোসবারের মামলা সম্পত্তিতে কোনও দখল ছিল না বলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, বাদীর মামলাটিও সীমাবদ্ধতার দ্বারা হতাশাজনকভাবে বাতিল করা হয়েছে।

১৬.	এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, নীচের আদালত কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তদনুসারে, ১৯৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৫৯ তারিখের শিরোনাম আপিল নং ১৩১-এ বীরবম জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি এতদ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৭।	তাই ১৯৬০ সালের এসএ ৫৩০ খারিজ করা হয়েছে খরচ সম্পর্কে কোনও অর্ডার থাকবে না এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, তাহলে হবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হয়।

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly